দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা ভার্সিটিতে অনার্সে ভর্তির পর ৩০ ভাগই পড়াশুনা ছেড়ে দেয়

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষ অনার্সে ভর্তির পর শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। যে কারণে প্রতিবছর ফাঁকা থাকে সহস্রাধিক আসন। যান্ত্রিকভাবে ভর্তির নিয়ম ড্রপ আউটের অন্যতম কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোনার হরিণতুল্য প্রতিটি আসনে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার পর পড়াশোনা ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য কলা অনুষদে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউটের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কলা অনুষদের দশটি বিভাগে ১৯৮৬-৮৭ সালে ৮শ' ৮২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ১৯৮৯ সালে এসে এদের মধ্যে ঝরে যায় ২শ' ৪৫ জন। ১৯৮৯-৯০ সালে ভর্তি করা হয় ৯শ' ৬২ জন। ১৯৯২ সালে এসে এদের মধ্যে ৩শ' ১০ জন ছাত্রছাত্রী ঝরে যায়। সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদেও পরিস্থিতি প্রায় একইরকম। তবে বাণিজ্য অনুষদে ড্রপ আউটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

জানা যায়, নব্বই দশকের শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আসনে গড়ে ১২ থেকে ১৮ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। ভর্তিযুদ্ধে উত্তীর্ণ হবার পর দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপীঠ থেকে বিদায় নেবার ঘটনা শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে রহস্যজনক। কলা অনুষদে এ রহস্য উন্মোচনের জন্য বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ উর রহমানকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডিসেম্বরের শেষনাগাদ কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে।

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান্ত্রিক নিয়মে অনার্সে ভর্তি করা হয়। যে কারণে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও একজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া বিভাগে ভর্তি হতে হয়। মেধাক্রম অনুযায়ী বিভাগ বন্টনের নিয়ম থাকায় শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পছন্দের বিষয়ে পড়তে পারে না। যে কারণে ভর্তি হয়েও পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে অথবা পরবর্তী বছর ভাল বিষয়ে ভর্তির সুযোগ নেয়। কেউবা এখানে ভর্তির পর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দমতো বিভাগে ভর্তি হয়। ড্রপ আউটের অন্যান্য যেসব কারণ রয়েছে বলে জানা যায় তা হচ্ছে— আর্থিক দুরবস্থা, বিভাগ পরিবর্তন বা পাসকোর্সে ভর্তি, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে, চাকরি, মৃত্যু, হলে সীটের অব্যবস্থা, সন্ত্রাস প্রভৃতি।